

ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কে.?

"ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কে.?"

জানুন পবিত্র বদে এর আলোকে, আমি জ্ঞানরে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধক্షত্রেরে ক্షত্রিয়, ব্যাবসা বানজিযরে বৈশ্য, কৰ্মক্షত্রেরে শূদ্র। আমার বর্ণরে সাথে কৰ্মরে সম্পর্ক, জন্মরে সম্পর্ক নয়। জন্মগত বর্ণ বলতে আমার কিছু নাই।

'ব্রাহ্মণ কে.?...

'যে ঈশ্বরে প্রতিগীতীরভাবে অনুরক্ত, অহিংস, সৎ, নষ্টিবান, সুশৃঙ্খল, বদে প্রচারকারী, বদে জ্ঞানী সেই ব্রাক্ষ্মণ। ঋগ্বেদে, ৭/১০৩/৮

'ব্রাক্ষ্মনরা নিজিও স্বার্থত্যাগ করে কাজ করবনে, বদে পড়বনে, এবং তা অপরকে শেখাবনে।' মনুসংহিতা, ১/৮৮

- ১) মন নিগ্রহ করা,
- ২) ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা,
- ৩) ধর্মপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার করা,
- ৪) বাহ্যান্তর শুচি রাখা,
- ৫) অপররে অপরাধ ক্ষমা করা,
- ৬) কায়-মনো-বাক্যে সরল থাকা,
- ৭) বদে-শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান সম্পাদন করা,
- ৮) যজ্ঞবধি অনুভব করা,
- ৯) পরমাত্মা, বদে ইত্যাদিতে বিশ্বাস রাখা, এই সবই হর ব্রাহ্মণরে স্বভাবজাত কর্ম বা লক্ষণ।। গীতা, ১৮/৪২

'ক্షত্রিয় কে.?...

'যে দৃঢ়ভাবে আচার পালনকারী, সৎ কর্ম দ্বারা শুদ্ধ, রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন, অহিংস, ঈশ্বর সাধক, সত্যরে ধারক ন্যায়পরায়ণ, বদ্বিষেমুক্ত ধর্মযোদ্ধা, অসৎ এর বিনাশকারী সে ক্షত্রিয়। (ঋগ্বেদে, ১০/৬৬/৮)

'ক্షত্রিয়রা বদে পড়বে, লোকরক্ষা ও রাজ্য পরিচালনায় নিযুক্ত থাকবে।"

(মনুসংহিতা, ১/৮৯)

- ১) শটায়,
- ২) তজে বা বীর্য,
- ৩) ধৈর্য,
- ৪) প্রজা প্রতাপালনের দক্ষতা,
- ৫) যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ না করা,
- ৬) মুক্ত হস্তে দান করা,
- ৭) শাসন করার ক্ষমতা, এগুলি হল ক্షত্রিয়রে স্বাভাবিক কর্ম। গীতা ১৮/৪৩

'বৈশ্য কে.?...

'যে দক্ষ ব্যবসায়ী, দানশীল চাকুরীরত এবং চাকুরী প্রদানকারী সেই বৈশ্য।

অথর্ববেদে, ৩/১৫/১

'বৈশ্যরা বদে পড়বে, ব্যবসা ও কৃষিকর্মে নিজদের নিযুক্ত থাকবে। মনুসংহিতা, ১/৯০

- ১) চাষ করা,
- ২) গো-রক্ষা করা,

৩) ব্যবসা-বাণিজ্য ও সত্য ব্যবহার করা, এগুলি হলো বৈশ্যদরে স্বাভাবিক কর্ম।
গীতা ১৮/৪৪

'শূদ্র কঃ?'

যে অদম্য, পরিশ্রমী, অক্লান্ত জরা যাকে সহজে গ্রাস করতে পারেনা, লোভমুক্ত
কষ্টসহিষ্ণু সেই শূদ্র।

ঋগ্বেদে, ১০/৯৪/১১

'শূদ্ররা বদে পড়বে, এবং সেবা মূলক কর্মকান্ডে নিযুক্ত থাকবে। মনুসংহিতা, ১/৯১
বৈশ্যদরে স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব চার বর্ণের সেবা করাই হলো শূদ্রদের
স্বাভাবিক কর্ম। গীতা, ১৮/৪৪, চতুর্বর্ণের কর্মগুণে।

'চাতুর্বর্ণ্যন ময়া সৃষ্টিং গুণকর্মবভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বদ্ধিকর্তারমব্যয়ম্।। গীতা, ৪/১৩

অনুবাদঃ-প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে ব্রাহ্মণ,
ক্షত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র চারটি বর্ণবভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা
হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

'বিশ্লেষণঃ-ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় গুণ এবং কর্মের
বভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি। জীবদেহে গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি ব্রাহ্মণ,
ক্షত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, তাদের চার বর্ণের সৃষ্টিভাগ করি। কিন্তু এই সৃষ্টির চিন্তা
প্রভৃতির কর্মগুলি কর্তৃত্ব ও ফলচ্ছা পরিত্যাগ করেই করি।

'ব্রাহ্মণক্షত্রিয়বিশং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবভিক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণঃ।। গীতা, ১৮/৪১

অনুবাদঃ-হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য তথা শূদ্রদের কর্ম স্বভাবজাত
গুণ, অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।

'বিশ্লেষণঃ-

হে পরন্তপ! এই জগতে ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের বভাগ
মানুষের স্বভাবজাত গুণাদি অনুসারে কথা হয়েছে। সুতরাং নজি নজি বর্ণনুসারে নয়িত
কর্ম (স্বধর্ম) অনুষ্ঠিত করাই হল এই গুণাদি থেকে মুক্ত হবার উপায়।

'গুণের অধিকার'...

এখানে গুণ বলতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ৩টি গুণের কথা বলা হয়েছে। সত্ত্বপ্রধান
গুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজঃ প্রধান গুণে ক্షত্রিয়, রজতমঃ প্রধান গুণে বৈশ্য এবং
তমঃ প্রধান গুণে শূদ্র। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছলে হলো ব্রাহ্মণ হবে, এমন নয়।

সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হলে, শূদ্রের ছলে হলো ব্রাহ্মণ হবে এবং ব্রাহ্মণের
ছলের তমঃ গুণ প্রধান স্বভাব হলে, সে শূদ্র হবে, এটাই ভগবদ্বাক্য হতে সহজ
উপলব্ধি। এখানেই একটি বিষয়ে স্পষ্ট যে জাতি আছে কিন্তু জন্মের কারণে নয়,
জন্মের পরে কৃত কর্মের উপর ভিত্তি করে। সনাতন সমাজে সবচেয়ে বর্ণ/জাত প্রথা
বদ্বিমান রয়েছে।

'ব্রাহ্মণ এর পরভাষা বর্ণনা'...

ব্রাহ্মণ পবিত্র বদে ও অন্যান্য শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যক্তির গুণ ও তার কর্ম
অনুযায়ী এই ব্রাহ্মণ তৈরি হয়। ব্রাহ্মণ হলো সেই সকল ব্যক্তি যারা জ্ঞানী
পন্ডিত ও বদে উপনিষদ অনুযায়ী সকলকে জ্ঞান দান করেন।

'চারবর্ণ জাত'...

বর্ণের অর্থ চয়ন বা নির্ধারণ এবং সামান্যতঃ শব্দ বর্ণেও এই অর্থ ব্যবহৃত হয়।
ব্যক্তির নিজের রূচি, যোগ্যতা এবং কর্ম অনুসারে ইহাকে স্বয়ং বর্ণ করে, এই জন্ম
ইহার নাম বর্ণ। বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থা মধ্যে চার বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য,

শুদ্র। কোনও ব্রাহ্মণের জন্ম থেকেই হয় না কি গুণ কর্ম স্বভাব দ্বারা কোনও ব্যক্তির যোগ্যতার নির্ধারণ শক্তি প্রাপ্তির পশ্চাত্তই হয়। জন্মের আধারের উপর হয় না। কোনও ব্যক্তির গুণ, কর্ম স্বভাবের আধারের উপরই তার বর্ণের নির্ধারণ হয়।

'বর্ণাশ্রম কি'...

ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র.. এই চার শ্রণীর বর্ণ, এই সমাজ ব্যবস্থাকে তারা নাম দিলো 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। বর্ণপ্রথা বর্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের অন্যতম বড় শত্রু। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি? অনেকেই হয়তো জানেন। তবু যারা না জানেন, তাদের জন্য বদেদের আলোকে আলোচনা চলছে।

ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, এই চার বর্ণকে নিয়ে পবিত্র বদেদে বলেছে.. ১.

১. জ্ঞানের উচ্চ পথে ব্রাক্ষ্মণ,

২. বীরত্বের গৌরবে ক্షত্রিয়,

৩. তার নির্দৃষ্টি লক্ষ্যে পশোভিত্তিক বৈশ্য,

৪. নির্দৃষ্টি লক্ষ্যে সবার পরিশ্রমে শুদ্র,

সকলেই তার ইচ্ছামাফকি পশোয়, জন্মই ঈশ্বর জাগ্রত। ঋগ্বেদে, ১/১১৩/৬

এক একজনের কর্মক্ষমতা ও আধ্যাত্মিকতা এক এক রকম আর সেই কর্মগুণ

অনুসারে কটে ব্রাক্ষ্মণ, কটে ক্షত্রিয়, কটে বৈশ্য কটে শুদ্র। ঋগ্বেদে, ৯/১১২/১

'পবিত্র বদেদে ঈশ্বর ঘোষণা করছেন সাম্যের বাণী মানবের মধ্য, কহে বড় নয়, কহে

ছোট নয়, এবং কহে মধ্যম নয়, তাহারা সকলেই উন্নত লাভ করছে। উৎসাহের সঙ্কে

বশিষে ভাবে ক্রমোন্নতির প্রযত্ন করছে। জন্ম হতেই তাঁরা কুলীন। তাঁরা

জন্মভূমির সন্তান দিব্য মনুষ্য। তাঁরা আমার নিকট সত্য পথে আগমন করুক।

ঋগ্বেদে, ৫/৫৯/৬